খৃষ্ট যীশুর দ্বিতীয় আগমন

গর্ডন লিনড্‌সে

খৃষ্ট যীশুর দ্বিতীয় আগমন

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের পুত্র যীশু খৃষ্ট কি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবেন ?

প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে যে যীশু খৃষ্ট প্যালেষ্টাইনে বাস করতেন, তিনি কি আবার পৃথিবীতে আসবেন ? এই প্রশ্নটি সব মানুষের কাছে বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ যীশু যদি পৃথিবীতে আবার আসেন তবে তাঁর পৃথিবী পরিত্যাগের পর এটিই হবে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, ইতিহাসের সব ঘটনার মধ্যে এটিই যেন পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া। প্রভু যীশুর এই পৃথিবীতে নম্র হয়ে শিশুর বেশে আগমনের বিষয় বাইবেলে পুরাকালের ভাববাণীতে ঘটনাটি ঘটবার বহু পূর্বে বেশ জোরের সঙ্গে লেখা হয়েছিল।

ভাববাদীরা বলে গিয়েছেন যে একজন কুমারী তাঁর মা হবেন (যিশাইয়- ৭ : ১৪)। তাঁর কার্য, মৃত্যু, কবর ও পুনরুত্থানের সম্বন্ধে তাঁদের ভাববাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। এমন কি ধর্মশাস্ত্রে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নির্দেশ করেছে (দানিয়েল ৯ : ২৪) শাস্ত্রানুসারে এ সমস্তই ঘটে গিয়েছে। এখন লক্ষ্য করুন যে সমস্ত ভাববাণীতে তাঁর প্রথম আগমন ও মানবজাতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাতেই তাঁর দ্বিতীয় আগমনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এবার তিনি গৌরবের সঙ্গে আসবেন। প্রথম আগমনের ভাববাণী যখন ফলে গিয়েছে তখন তাঁর দ্বিতীয় আগমনও নিশ্চয় ঘটবে।

যীশু চলে গেলেন কেন ?

যীশু যখন শিষ্যদের কাছে বল্লেন, যে তিনি শিগ্‌গির এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তারা বড় দুঃখিত হয়েছিল। বুঝতে পারেনি কেন তিনি তাদের পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। প্রভু যীশু, তাঁর যাওয়ার কারণ তাদের বুঝিয়ে দিলেন। একটি কারণ—তিনি তাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন সেখানে তারা তাঁর সঙ্গে চিরকাল বসবাস করবে।

> "আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে—যদি না থাকিত, তবে তোমাদের বলিয়া দিতাম—কারণ আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি ; আর আমি গিয়া তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিলে, আমি আবার আসিব এবং আপনার কাছে তোমাদের লইয়া যাইব যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকিতে পার।" (যোহন ১৪ : ২-৩)

তাঁর চলে যাবার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে—ঈশ্বরের নিজের আত্মা যেট প্রভু যীশু পেয়েছিলেন, সেই আত্মা তাঁর শিষ্যদের দেওয়া হবে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে একমাত্র তিনিই পবিত্র আত্মাকে পাঠাতে পারেন আর তিনি চলে গেলে পর তা সম্ভব হবে।

"তথাপি আমি তোমাদের সত্য কথা বলিতেছি, আমার যাওয়াই তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব।" (যোহন ১৬ : ৭)

প্রভু যীশু মানবদেহ ধারণ করাতে একই সময়ে পৃথিবীর কেবল এক জায়গাতেই থাকতেন কিন্তু পবিত্র আত্মা যিনি খৃষ্টকে শক্তি দিয়েছিলেন তিনি পৃথিবীময় সকল মানুষের হৃদয়ে বাস করতে পারেন।

প্রভু যীশু তাঁর অনুগামীদের দ্বারা মহৎ কাজ সাধন করাতে চেয়েছিলেন—সেইজন্যই চেয়েছিলেন যেন তাঁরা পবিত্র আত্মা পায়। তাদের পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে খৃষ্টের কাছে আনতে হবে। "আর তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা সমগ্র জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর।" (মার্ক ১৬ : ১৫) এই কাজ সমাধা করার জন্য তাদের বিশেষ শক্তি-পরিহিত হতে হবে। এই বিষয় বুঝতে না পারাতে শিষ্যেরা অন্য বিষয় চিন্তা করেছিল। তারা জানতে চেয়েছিল যে যীশু কখন ফিরে এসে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। তারা বলেছিল, "প্রভু, আপনি কি এই সময় ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য পুনঃস্থাপন করিবেন?" (প্রেরিত ১ : ৬) প্রভু তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে; উপরন্তু বললেন:

"যে সময় কি কাল পিতা নিজ অধিকারে রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের জানিবার বিষয় নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে অবতরণ করিলে তোমরা শক্তি পাইবে, যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষী হইবে।"
(প্রেরিত ১ : ৭-৮)

প্রভু তাঁর বাক্য শেষ করে স্বর্গে নীত হলেন এবং একটি মেঘ এসে তাদের আড়াল করলো (প্রেরিত ১ : ৯)। তখন আর একটা ঘটনা ঘটল, যখন তারা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তখন শুভ্রবস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাদের কাছে নেমে এসে বললেন।

"হে গালীলীয় লোকেরা আকাশের দিকে চাহিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যীশু যিনি তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিয়াছ সেইরূপে তিনি আসিবেন।" (প্রেরিত ১ : ১১)

প্রভু যীশু ফিরে আসবেন কেন ?

শিষ্যেরা আশা করেছিল যে যীশু অল্পকাল পরে ফিরে আসবেন, কিন্তু যীশু তাদের একটি কাজ দিয়ে গেলেন। প্রত্যেক প্রাণীর কাছে সুসমাচার নিয়ে যেতে এবং প্রত্যেকজাতির কাছে প্রচার করতে। "আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদের শিক্ষা দাও, আর জানিও, আমি যুগান্ত পর্যান্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।" (মথি ২৮ : ২০)

প্রেরিতদের যিরূশালেম হতে সেবাকাজ সুরু করে ; শমরিয়াতে যেতে হবে এবং তারপর পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে যেতে হবে। প্রভু যীশুর পুনরাগমনের পূর্বে এই মহৎ আদেশ তাদের পূর্ণ করতে হবে।

> "সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় পৃথিবী-নিবাসীর মধ্যে প্রচার করা হইবে, আর তখনই কালের অন্ত উপস্থিত হইবে।"
> (মথি ২৪ : ১৪)

প্রভুর এই কথা বলার মানে হচ্ছে তিনি বর, এবং যারা প্রকৃত খৃষ্টীয়াম তাঁকে ভালবাসে এই রকম কয়েকজন মনোনীতকে তাঁর বধূরূপে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য আসবেন। এই কারণে পৌল বলেন, "কারণ ঐশ্বরিক অন্ত-র্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, কারণ আমি তোমাদের সতী কন্যা বলিয়া এক বরের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য বাগ্‌দান করিয়াছি, আর খ্রীষ্টই সেই বর।" (২ করিন্থীয় ১১ : ২) যখন এই আদেশপূর্ণ হবে তখন খৃষ্টবর আসবেন এবং তাঁর বধূকে নিয়ে যাবেন। (মথি ২৫ : ১-১০) খৃষ্টবর ও তাঁর বধূর মিলনের আলেক্ষ্য দেখতে পাওয়া যায় প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ৭-৯ পদে।

> "এস আমরা আনন্দিত ও উল্লাসিত হই' এবং তাঁহার মহিমা প্রচার করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের সময় হইয়াছে, এবং তাঁহার স্ত্রী আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে ; আর তাহাকে এই বর দান করা হইল যেন, সে উজ্জল ও শুদ্ধ মসৃণবস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত করে। মসৃণবস্ত্র পবিত্র লোকদের ধর্মাচরণ প্রকাশ করে। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি লিখ, যাহারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত, তাহারা ধন্য। তিনি বলিলেন, এ সমস্তই ঈশ্বরের সত্য বাক্য।"

কিন্তু এই শুভমিলনের ঘটনা ঘটবার আগে একটি কাজ করার আছে। ঈশ্বরের কাছে কোন মুখাপেক্ষা নেই, তাঁর বধূ প্রত্যেক বংশ ও জাতি হতে আসবে। এই মনোনীত দলের মধ্যে সর্বজাতির লোকই থাকবে। প্রকাশিত বাক্য ৭ : ৯-১০ যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ও তাঁর পুত্রের যিনি পৃথিবীর পাপের জন্য মেষশাবকরূপে হত হয়েছিলেন তাঁর ধন্যবাদ ও গৌরব গান করবে সর্বজাতির এমন একটি বিরাট জনতার চিত্র অঙ্কন করেছে।

•

"ইহার পর আমি দেখিতে পাইলাম, প্রত্যেক জাতির ও বংশের, লোক-সমাজের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহাদের সংখ্যা কেহই গণনা করিতে পারিল না, তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহারা শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ও হস্তে খর্জ্জুর পত্র লইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, পরিত্রাণের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকের প্রশংসা হউক।" (প্রকাশিত ৭ : ৯-১০)।

এই যুগ শেষ হবার পূর্বে অনেকে যে খৃষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হবে বিশ্বাসীদের এই প্রত্যাশার বিষয় শাস্ত্রের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। যিহিষ্কেল ৩৬-৩৭ অধ্যায়ে, ইস্রায়েলের উপরে আত্মার মহা-বর্ষণের বিষয় উল্লেখ আছে। যিশাইয় ৬৬ : ৮ পদে আত্মার এই পরিদর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি অদ্ভুত এক ঘোষণা করেন, "এমন কথা কে শুনিয়াছে ? এমন কার্য কে দেখিয়াছে ? এক দিবসে কি কোন দেশের জন্ম হইবে ? কোন জাতি কি একেবারে ভূমিষ্ঠ হইবে ? ফলে গর্ভ যন্ত্রণা হইবামাত্র সিয়োন আপন সন্তানগণকে প্রসব করিল।" আত্মার প্রবল বর্ষণ কেবল ইস্রায়েলদের মধ্যে সীমিত থাকবে না কারণ যোয়েল ভাববাদী বলেন যে মর্ত্যমাত্রের উপরে আত্মার বর্ষণ হবে (যোয়েল ২ : ২৮-২৯) যুগের প্রায় শেষের দিকে এই বাণীর পূর্ণতা আরও মহান্‌ভাবে পূর্ণ হবে। (প্রেরিত ২ : ১৭-২১) আমাদের বলা হয়েছে যে, "যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।" যাকোব ৫ : ৭ পদে উল্লেখ আছে যে শস্যচ্ছেদনের পূর্বে অগ্নি ও অন্তিম বর্ষার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করবে। এটাকেই আত্মার বর্ষণ বোঝায় এই বাণীর পূর্ণতার সময় এখন আমাদের উপরে এসে পড়েছে।

খৃষ্টবরের প্রতীক্ষা—তাঁর বধূর পূর্ণতার জন্য। বন্ধু, তাঁর আগমনের পূর্বে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে মনোনীত সংখ্যার মধ্যে সামিল করবেন কি ?

"আত্মা ও বধূ বলিতেছেন, এস। যে শুনে, সেও বলুক, এস। আর যে তৃষিত, সে আসুক, যাহার ইচ্ছা হয়, সে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক।" (প্রকাশিত বাক্য ২২ : ১৭)

কিন্তু আর একটা প্রশ্ন ওঠে—যীশু যদি পৃথিবীতে ফিরে আসছেন—তবে কবে ? শত শত বৎসর পরে, না শিগগির ? এর উত্তর আমরা পরের অধ্যায়ে পাবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভু যীশুর পুনরাগমনের চিহ্ন সমূহ

"আর তিনি যখন জৈতুন পর্ব্বতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিভৃতে তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, এই সমস্ত কখন ঘটিবে, এবং আপনার পুনরাগমনের ও যুগান্তের পূর্ব্বলক্ষণ কি ? তাহা আমাদের বলুন।"

(মথি ২৪ : ৩)

যীশু তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ও যিরূশালেমে সেই সময় যে সকল ঘটনা ঘটবে শিষ্যদের সেই বিষয় বলছিলেন। প্রভু যীশু পৃথিবী থেকে চলে যাবেন শুনে শিষ্যেরা খুব দুঃখিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো তাঁর পুনরাগমনে চিহ্ন কি কি? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন বহুবিধ ঘটনা ঘটবে। ভাক্ত ভাববাদীরা এসে অনেককে ভোলাবে। ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও স্থানে স্থানে যুদ্ধের রব শোনা যাবে। কিন্তু তিনি বললেন, "তখনও কালের অন্ত নয়।" প্রভু যীশু কালের অন্তের শেষ চিহ্নের বিষয় বললেন—পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হবে।

(১) পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকট সুসমাচার প্রচার

"সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় পৃথিবী-নিবাসীর মধ্যে প্রচার করা হইবে, আর তখনই কালের অন্ত উপস্থিত হইবে।"
(মথি ২৪ : ১৪)

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি—এই যুগে বিশ্বাসীদের জন্য একটা বিশেষ কাজ প্রভু দিয়েছেন। এই সম্পর্কে প্রেরিত যাকোব বলেছেন যে, "ঈশ্বর কিরূপে প্রথমে বিজাতীয়দের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যেন যাহারা তাঁহার নামে ডাকিবে এমন এক জাতিকে গ্রহণ করেন।" (প্রেরিত ১৫ : ১৪) সকল ভাষাবাদী ও জাতির মধ্য হতে বিশ্বাসীদের এক বিশেষ দল প্রভু সংগ্রহ করছেন। যতক্ষণ না সমস্ত লোক খৃষ্টকে জানার ও গ্রহণ করার সুযোগ পায় ততক্ষণ তিনি পুনরায় আসবেন না। আমরা যেমন বলেছি যে তিনি সমস্ত বংশ ও জাতি থেকে লোক নিয়ে তাঁর বধূ তৈরী করবেন, এটা যতক্ষণ না পূর্ণ হয় তিনি আসবেন না। এই জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "তোমরা সমগ্র জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর।" (মার্ক ১৬ : ১৫) শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুসমাচার প্রচার ধীরে ধীরে হয়ে আসছে, কিন্তু বর্তমান বৎসরগুলিতে দ্রুত গতিতে এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। ঈশ্বর এখন বিশেষভাবে আপন আত্মা মর্ত্যমাত্রের উপর সেচন করছেন, তার ফলে অনেক উদ্দীপনা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি লোক নানাস্থানে খৃষ্টকে মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করছে। সমস্ত পৃথিবীর সব লোকই যে মন ফিরিয়ে খৃষ্টকে গ্রহণ করবে তা নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলকে যেন সুযোগ দান করা হয়।

"প্রভু তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব করেন না, যেমন কেহ কেহ মনে করেন তিনি বিলম্ব করেন; তিনি তোমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু, কেহ যে বিনষ্ট হয় ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কিন্তু সকলে যেন মনপরিবর্তন করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।" (২ পিতর ৩ : ৯)

(২) যিহূদীজাতি সম্বন্ধীয় চিহ্ন

"লোকেরা খড়্গধারে পতিত হইবে, এবং বন্দী হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে, বিজাতীয়দের কাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যিরূশালেম তাহাদের দ্বারা পদদলিত হইবে।" (লূক ২১ : ২৪)

যিহূদীদের ছিন্নভিন্ন হওয়ার বিষয় এবং তাদের নিজেদের দেশে ফিরে আসা যীশুর পুনরাগমন সংক্রান্ত একটি লক্ষণীয় প্রমাণ। এবিষয় বুঝতে গেলে যিহূদীদের পৃথিবীময় ছড়িয়ে- যাওয়ার বিষয় জানা দরকার। ঈশ্বর যিহূদীদের সমস্ত জাতির মধ্যে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। কিন্তু এই মনোনয়নের গুরুতর দায়িত্ব আছে। যেমন বাধ্য হলে তারা সমস্ত জাতির চেয়ে বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হবে, তেমনি ঈশ্বরীয় নিয়মের অবাধ্য হলে তাদের কঠিন বিচার হবে। ইস্রায়েল অবাধ্য হয়েছিল এবং তারা মশীহকে অগ্রাহ্য করেছিল। ফলে জাতির উপর দণ্ডাজ্ঞা নেমে এসেছিল এবং তাদের বন্দি করে পৃথিবীর নানা দেশে পাঠান হয়।

যাই হোক দণ্ডাজ্ঞা চিরকালের জন্য নয়। পরজাতীয়দের সময় পূর্ণ হলেই ইস্রায়েল নিজের দেশে ফিরে আসবে। যিহিষ্কেল ভাববাদী এই বিষয় বলেন।

"আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব, আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে। আর যে দেশ পথিক সকলের সাক্ষাতে ধ্বংসস্থান ছিল, সেই ধ্বংসিত দেশে কৃষিকার্য্য চলিবে।"
(যিহিষ্কেল ৩৬ : ২৬–২৭, ৩৪)

বর্তমানে আমরা দেখি যে ইস্রায়েল তাদের পৈতৃক দেশে বাস করছে। অনেকে খ্রীষ্টকে মশীহ বলে স্বীকার করছে। তাদের এই উন্নতির দ্বারা আরও প্রমাণ হচ্ছে যে প্রভু যীশুর আগমন সন্নিকট।

(৩) একাদশ মুহূর্তের চিহ্ন

বর্তমানে পবিত্র শাস্ত্র হতে পাঁচটি সুবুদ্ধি ও পাঁচটি নির্বুদ্ধি কুমারীর বিষয় আলোচনা করব। এই দৃষ্টান্তে যীশু নিজেকে বর বলেছেন যিনি আসার নির্দিষ্ট সময়ের পরে উপস্থিত হয়েছিলেন। "আর বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আর মধ্যরাত্রিতে এই ধ্বনি হইল, দেখ বর আসিতেছেন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও।" (মথি ২৫ : ৫-৬)

ভাববাণী অনুসারে প্রভু এখানে নিজের মধ্যরাত্রে ফিরে আসার কথা বলছেন। ঐতিহাসিক সময়ের ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে একটি অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এটা কারুর ইচ্ছায় ঘটেনি। যারা এই যুদ্ধে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিল তারা এবিষয় চিন্তাও করেনি। কিন্তু এইভাবেই ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ সালে সকাল ১১টায় শেষ হয়েছিল। যেমন :

একাদশ মাসের
একাদশ দিবসের
একাদশ ঘটিকায়
১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের একাদশ দিনে
অ্যালেনবি যিরূশালেম প্রবেশের
ঠিক একাদশ মাস পরে।

এই সমস্ত ঘটনা, একই সময়ে একইভাবে নিশ্চয়ই আকস্মিক ঘটেনি। এটা কি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান হতে প্রাপ্ত নয়? ব্রিটিশদের ১৯১৭ সালে ১১ই ডিসেম্বর যিরূশালেম দখল করা এবং যিহূদীদের প্যালেষ্টাইনে বসবাস করা ঐ যুদ্ধের ভাববাণীর পূর্ণতার বিশিষ্ট প্রমাণ। এগুলির মানে কি? এটাই কি ঈশ্বরের ঘড়িতে প্রমাণ দিচ্ছে না যে পৃথিবী ইতিহাসের এগার ঘটিকায় পদার্পণ করছে এবং প্রভু যীশু মধ্যরাত্রে ফিরে আসার আর কি দেরী আছে?

(৪) আণবিক শক্তির দ্বারা ধ্বংসের চিহ্ন

"কারণ সেই সময় এমন 'মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে যাহা জগতের আদি হইতে এখন পর্য্যন্ত কখনও উপস্থিত হয় নাই', কখনও হইবে না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া না দেওয়া হইত তবে কোনও প্রাণী রক্ষা পাইত না, কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেইদিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে।"
(মথি ২৪ : ২১–২২)

যুদ্ধ মহামারী ও দুর্ভিক্ষ সর্বদাই ঘটে কিন্তু মনুষ্যজাতিকে সম্পূর্ণ বিনাশ করার ক্ষমতা মানবের কখনও হয় নি। পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধে সর্বনাশা দুর্ঘটনায় এক কোটি লোকের মৃত্যু ঘটে—সাংঘাতিক বিপর্যয়—কিন্তু তবু পৃথিবীর খুব বড় একটা জনসংখ্যা শেষ হয়ে যায় নি। ফলে যীশু যে বলেছেন পৃথিবীর অপঘাত মৃত্যু, সেটা অসম্ভব মনে হয়েছে। এটা কিন্তু আণবিক বোমা আবিষ্কারের আগে।

•

পৃথিবীতে এই আণবিক যুগে—একটি ছোট বোমা বিস্ফোরণের ফলে একশো হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে। আবার হাইড্রোজেন বোমা হিরোশিমা বোমার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হাচিয়া বলেন: "দশ মেগাটন একটি বোমা নিক্ষেপ করলে পাঁচমাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে যে সব প্রাণী ঘনিষ্টভাবে বাস করে তারা ছাড়া সবাই ধ্বংস হবে। সেই বোমা নিক্ষেপে দশমাইল ব্যাপি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে সমগ্র অঞ্চলে বেশী প্রাণহানি হবে আগুনের দ্বারা। সেই অঞ্চলটি একটা অগ্নিবুদের মত হবে ও সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই ধ্বংস এমন বিরাটভাবে হবে যে, কোন প্রাণী আগুনের হল্কা ও তাপ হতে রক্ষা পাবে না। কেবলমাত্র কতিপয় ব্যক্তি যারা এই বিপর্যয় হতে রক্ষা পাবার বিশেষ প্রস্তুতি করেছে—তারা ছাড়া সকলে ধ্বংস হবে।

"বলা হয় যে একটি চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন ডুবোজাহাজ, পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যত যুদ্ধোপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল, সমস্ত ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এতে বোঝা যায় এর দ্বারা ধ্বংসের ও দুঃখভোগের মাত্রা কত বেশী হবে। পারমাণবিক শক্তির দ্বারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ধ্বংস হওয়ার মর্মান্তিক বিবরণ—ইতিহাসের বাইরে।"

এই সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে যীশু, যে সাবধান বাণী বলেছেন মনুষ্যজাতির নিপাত সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ ঠিক। তথাপি বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন, "তোমরা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিও ও মিনতি করিও, যেন এই যে সমস্ত সংঘটিত হইবে তাহা হইতে নিস্কৃত পাইয়া মনুষ্য-পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তি পাও।" (লূক ২১ : ৩৬) আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যতক্ষণ সুযোগ আছে সকলজাতিকে খৃষ্টের কাছে আনতে হবে। খৃষ্টের পুনরাগমনই হচ্ছে জগতের আশা। নচেৎ মানুষ পরিণামে নিজেদেরই ধ্বংস করত।

(৫) *নিরীশ্বরবাদ একটি চিহ্ন*

খৃষ্টের পুনরাগমন তাঁর লোকেদের কাছে যত নিকটবর্তী হবে (খৃষ্টারি পৃথিবীতে রাজত্ব করার পরই তাঁর লোকেরা তাঁর সংগে মেঘযোগে নীত হবে) জগতকে প্রতারণা করতে একজন মহান্ বিশ্বনেতা উঠবে। শাস্ত্রমতে খৃষ্টারি মহাপরাক্রমের ভান করবে এবং জগতে শান্তি আনার দাবী করবে। শান্তির বদলে সে জগতকে মহাতাড়নার মধ্যে নিয়ে যাবে। বাইবেলে তাকে পশু অথবা খৃষ্টারি বলা হয়েছে, কারণ সে খৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে হবে। কিছু বছর পৃথিবীতে তার মহাপরাক্রম থাকবে। সেই সময়, হিটলার যেমন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যিহুদীদের হত্যা করেছিল সেইরূপ বহু খ্রীষ্টিয়ানকে সে হত্যা করবে (তারপরে, খৃষ্ট তাঁর বধূর সংগে এসে খৃষ্টারিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন। তিনি পৃথিবীতে রাজ্যস্থাপন করবেন। এই বিষয় পরের অধ্যায়ে আলোচিত হবে)। প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে শেষ সময়ে ভাল্লুকের মত পা বিশিষ্ট এক পশু সমুদ্র হতে উঠবে (প্রকাশিত ১৩ : ১-২) আবার ভারী চমকপ্রদ বিষয় "ভাল্লুক" হল রাশিয়ার প্রতীক। পশুটির রং লাল (প্রকাশিত ১৭ : ৩) আবার লাল রংও সোভিয়েট রাশিয়াকে বোঝায়। মহানাগ শয়তানের প্রতীক, আবার লাল চীনেরও। (প্রকাশিত ১২ : ৯) রক্তবর্ণ নাগ এই পশুকে মহাপরাক্রম দিয়েছিল (প্রকাশিত ১৩ : ২)

এই পশু খৃষ্টীয়ানদের সংগে যুদ্ধ করবে (প্রকাশিত ১৩ : ৭) রাশিয়া তার দেশের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেগুলি ধ্বংস করেছে।

পশুটিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল "সমস্ত বংশ, লোক সমাজ, ভাষা ও জাতির উপর" (প্রকাশিত ১৩ : ৭)। সাম্যবাদ প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসিতে প্রবেশ করে এবং বিশ্বের প্রত্যেক জাতিকে সাম্যবাদী করে তুলেছে। আমরা আজকের সাম্যবাদী রাশিয়াকে সেই পশু বা খৃষ্টারির পূর্ণ অবয়বধারী বলি না। এক পাপপুরুষ উঠবে এবং এডলফ্ হিটলারের মত ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে।

যখন খৃষ্ট আসবেন, তিনি যুদ্ধ করে এই পাপপুরুষকে ধ্বংস করবেন। "তখন 'সেই অধর্মী' প্রকাশিত হবে, এবং প্রভু 'আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা তাহাকে সংহার করিবেন' ও আপন আগমনের প্রতাপে তাহাকে বিনষ্ট করিবেন।" (২ থিষলনীকীয় ২ : ৮) এই সময় পশু বা খৃষ্টারির ক্ষমতা প্রকাশিত হবে, ও মণ্ডলী রূপান্তরিত হওয়ার গৌরবময় ঘটনা ঘটবে। এ বিষয়ে পরের অধ্যায়ে আমরা পড়ব।

তৃতীয় অধ্যায়

মণ্ডলীর রূপান্তর

"দেখ, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি, আমাদের সকলের মৃত্যু হইবে না, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হইব, এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে তাহা হইবে, কারণ তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অবিনশ্বর হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হইব। কারণ এই নশ্বরকে অবিনশ্বরতা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে।" (১ করিন্থীয় ১৫ : ৫১-৫৩)

এখানে পৌল মণ্ডলীর রূপান্তর সম্বন্ধে বলছেন। পুরাতন নিয়মে ২য় রাজাবলি দ্বিতীয় অধ্যায় ইলীশায়ের বিবরণে খৃষ্ট তাঁর ভক্তদের কিভাবে স্বর্গে নিয়ে যাবেন তার ছবি দেখা যায়। দুটি লোক যর্দন পার হয়ে সুদূর পাহাড়ের দিকে যাত্রা করছে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তিনি এলিয়কে এক ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে নিয়ে আসবেন (২ রাজাবলি ২ : ১) এই দুজন লোক পথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, দেখা গেল, "অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন।" (২ রাজাবলি ২ : ১১)

এই আশ্চর্য ঘটনা যীশুর দ্বিতীয় আগমনে মণ্ডলীর রূপান্তরীকরণের প্রতীক। প্রেরিত পৌল এ বিষয়ে বলেন :—

> "ভ্রাতৃগণ আমরা চাহিনা যে তোমরা মৃতদের বিষয়ে অজ্ঞ থাক, পাছে যাহাদের প্রত্যাশা নাই সেই অন্য লোকদের মত তোমরাও দুঃখার্ত হও। আমরা যখন বিশ্বাস করি যে যীশু মরিয়াছিলেন ও পুনরুত্থিত হইয়াছেন, তখন ঈশ্বর যীশুর দ্বারা সেইরূপে সকল মৃতকে তাঁহার সঙ্গে আনয়ন করিবেন। কারণ প্রভুর বাক্য অনুসারে ইহা তোমাদের বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোনমতে সেই মৃত লোকদের অগ্রগামী হইব না, প্রভু স্বয়ং আহ্বান ধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রব এবং ঈশ্বরের তূরীধ্বনিসহ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবেন আর খ্রীষ্টাশ্রিত সমস্ত মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত হইবে। ইহার পরেই আমরা, যাহারা জীবিত ও অবশিষ্ট থাকিব, একসঙ্গে আমাদেরও মেঘের মধ্যে তুলিয়া লওয়া হইবে।" (১ থিষলনীকীয় ৪ : ১৩–১৭)

মৃতদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশা খৃষ্ট-ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই। অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতারা সব মারা গেছেন এবং তাদের হাড় এখনও কবরে আছে। কেবলমাত্র খৃষ্টের কবরই শূন্য। তিনি সেখানে নেই—তিনি উঠেছেন। কারণ তিনি জীবিত, সেইজন্য আমরাও জীবিত হব।

মৃত্যু মানবের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমরা দেখি কত পিতামাতা তাদের সন্তান হারিয়ে, কেউ বা স্ত্রী হারিয়ে, কেউ বা স্বামী হারিয়ে তাদের জন্য শোক করছেন। বেঁচে থাকা যেন বৃথা হয়ে গেছে। কিন্তু পৌল খৃষ্টীয়ানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, যাদের প্রত্যাশা নেই তাদের মত শোক করো না কারণ আবার আমরা আমাদের প্রিয়জনের দেখা পাবো।

শাস্ত্র বলে যে "শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই স্বর্গে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হবো।" যখন ভিক্ষুক লাসার মারা যায় সে অব্রাহামের কোলে স্থান পেয়েছিল (যিহূদীভাষায় পরমদেশের নাম)। সেখানে সে শান্তি ও সান্ত্বনা পেল (লূক ১৬)। খৃষ্টেতে মৃত আমাদের প্রিয়জনেরা পরমদেশে

খৃষ্টের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। আমরা পরমদেশ সম্বন্ধে সবকিছু জানি না। পৌল সেইস্থানে গিয়েছিলেন তিনি বলেন এটি অপূর্ব জায়গা এর থেকে বেশী আর কিছু বলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয় নি।

খৃষ্ট যখন আকাশের মেঘরথে আসবেন তখন দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটবে। প্রথম, খৃষ্টেতে মৃতেরা উঠবে। পুনরুত্থান বিষয়টি লোকেরা অসম্ভব মনে করত। "ঈশ্বর কি করে মরাদের উঠাবেন ?" পৌল একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। (১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৫০) তিনি বলেন, দেখ একটি গমের বীজ অন্ধকারময় শীতল ভূমিতে পোঁতা হল; সেটা সেখানে মরে যায়। তবুও একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মরা বীজ হতে একটা নতুন জীবনের উদগম হয়। পৌল বলেন এটাই পুনরুত্থান। যদি ঈশ্বর একটা শস্যের বীজকে মৃত্যু হতে জীবনে নিয়ে আসতে পারেন তবে কত অধিক নিশ্চয় যে ঈশ্বর মানুষ মরে গেলেও তাঁকে নতুন জীবন দিয়ে উত্থিত করবেন। শস্যের বীজের চেয়েও মানুষ অধিক মূল্যবান!

পুনরুত্থিত দেহ কি রকম হবে? পৌল বলেন সেটা আত্মিক দেহ হবে। খৃষ্টের গৌরবান্বিত দেহের মত হবে। পুনরুত্থানের পর, খৃষ্ট যীশু দৈহিকভাবে শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। তারা পূর্বের ন্যায় তাঁকে স্পর্শ করতে ও তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতো। যদিও তিনি অন্য জগতের ছিলেন তথাপি এই পৃথিবীর নীতির সঙ্গে পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে, তাদের সঙ্গ দান করতে এমন কি ইচ্ছা হলে মুহূর্তের মধ্যে একস্থান হতে অন্যস্থানে যাত্রা করতে পারতেন। সব চেয়ে বড় কথা তিনি আর মরবেন না এবং যারা খৃষ্টে বিশ্বাসী তারাও পুনরুত্থিত হবে আর কখনও মরবে না।

আর দ্বিতীয় ঘটনা যা ঘটবে সে টা হচ্ছে ঈশ্বর যেমন এলিয়কে স্বশরীরে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেইরকম জীবিত বিশ্বাসীরাও স্বশরীরে স্বর্গে যাবে। এরা কখনও মরবেনা কিন্তু খৃষ্টের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকাশে উত্থিত হবে।

হায়! নামধারী খৃষ্টীয়ানেরা যীশুর পুনরাগমনে তাঁর কাছে যেতে পারবে না। প্রভু বলেন, "তখন দুইজন মাঠে থাকিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; দুইজন স্ত্রীলোক জাঁতা পিষিবে, তাহাদের একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং জাগিয়া থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসিবেন তাহা জাননা।" (মথি ২৪:৪০-৪২)

তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুতির যে কত দরকার তা তিনি পাঁচ সুবুদ্ধি ও পাঁচ নির্বুদ্ধি কন্যার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁর শ্রোতাদের বুঝিয়েছেন। আসুন এই দৃষ্টান্তটা যত্নপূর্বক পড়ি :—

> "তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশজন কুমারীর তুল্য হইবে যাহারা নিজেদের প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন নির্বুদ্ধি আর পাঁচজন বুদ্ধিমতী ছিল। নির্বুদ্ধিরা নিজেদের প্রদীপ লইল কিন্তু সঙ্গে তৈল লইল না, কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমতী, তাহারা নিজেদের প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তৈল লইল। আর বর বিলম্ব করাতে, সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আর মধ্যরাত্রিতে এই ধ্বনি হইল,—দেখ, বর আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও। তাহাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠিয়া নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক করিল। তখন নির্বুদ্ধিরা বুদ্ধিমতীদের বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমাদের কিছু দাও, কারণ আমাদের প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলিলেন, হয়ত তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না, তোমরা বরং দোকানীদের কাছে গিয়া নিজেদের জন্য কিনিয়া লও। তাহারা যখন কিনিতে যাইতেছে তখনই বর আসিয়া পড়িলেন, যাহারা প্রস্তুত ছিল তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইল। শেষে অন্য কুমারীরা আসিয়া বলিল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দ্বার খুলিয়া দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলিলেন, তোমাদের সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাদের চিনি না। অতএব জাগিয়া থাক, কারণ তোমরা সেই দিন বা সেই মুহূর্ত জান না।"
>
> (মথি ২৫ ; ১-১৩)

এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বোঝা যায় যীশুর আগমনের সময় সবাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। কেবল যাদের প্রদীপ ও তার সঙ্গে পাত্রে পবিত্র আত্মারূপ তেল থাকবে তারাই বর এলে মিলিত হতে পারবে। দ্বার বন্ধ হয়ে গেলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রভু যীশু তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্বর্গে চলে গেলে পর পৃথিবীতে কি ঘটবে ? আমরা সম্প্রতি বলেছি শাস্ত্র বলে সেই সময় পাপপুরুষ, খ্রীষ্টারি উঠে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে তার রাজ্য প্রসারিত করবে। তার মন্দত্বের ফলে জগতের জাতিরা মহাক্লেশের মধ্যে পতিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাক্লেশ

মহাক্লেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা যীশু খ্রষ্টের বাক্যের ওপরে জোর দিয়ে বলি :

> "কারণ সেই সময় এমন 'মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে যাহা জগতের আদি হইতে এখন পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই', কখনও হইবে না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না হইত তবে কোনও প্রাণী রক্ষা পাইত না, কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে।"
>
> (মথি ২৪ ; ২১-২২)

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায় সেই পশু বা খৃষ্টারির আগমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেই পশুর পাশবিক ক্ষমতার আত্মা এখন পৃথিবীতে কম্যুনিজমের মধ্যে দেখা যায়। এই যুগের শেষের দিকে সেই আত্মা হতে এক দুষ্ট শাসনকর্তা উঠে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান নিজের বশবর্তী করবে। পৌল এই পশুর নাম দিয়েছেন পাপপুরুষ, বিনাশ সন্তান।

> "কেহ কোন প্রকারেই তোমাদের প্রতারিত না করে, কারন প্রথমে ধর্ম্মভ্রষ্টতা উপস্থিত হইবে এবং অধর্ম্মের পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তান প্রকাশিত হইবে; সে প্রতিরোধী হইবে ও ঈশ্বর নামে আখ্যাত অথবা উপাস্য সমস্তকিছুর উর্দ্ধে আপনাকে উন্নত করিবে এমনকি ঈশ্বরের ন্যায় ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া" সে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিবে।"
>
> (২ থিষলনীকীয় ২:৩-৪)

যদিও মণ্ডলীর যুগে বিভিন্ন সময়ে ভাক্ত-ভাববাদী ও ভাক্ত খৃষ্টদের দেখা যায় তথাপি এই সময় অভূতপূর্ব মন্দতার অবয়ব বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উঠবে। যার যীশু খৃষ্টের প্রতি ঘৃণা ও বচসা এতবেশী থাকবে যা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নি। সমস্ত পবিত্র জিনিসের উর্দ্ধে নিজেকে উত্থিত করে ঈশ্বর বলে প্রতিপন্ন করবে।

এই খৃষ্টারিও সেই বিনাশ সন্তান বলে পরিচিত। কারণ ঈষ্কারিয়োৎ যিহূদার মত (যাকে বিনাশের সন্তান বলা হত)। শয়তান তার ভেতর প্রবেশ করবে (যোহন ১৩:২৭, ১৭:১২) এই খৃষ্টারির রাজ্য সবশুদ্ধ দশভাগে বিভক্ত হবে; অর্থাৎ সর্বজাতির কর্তারা সব একত্রিত হয়ে তাদের ক্ষমতা এই খৃষ্টারিকে দেবে (প্রকাশিত ১৭:১২)।

এখন প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বর কেন দুরাচার খৃষ্টারিকে জগতের ওপর রাজত্ব করার অনুমতি দিলেন। উত্তর এই—ঈশ্বর এক সময় প্রকৃত খৃষ্টকে পৃথিবীর রাজা হবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁকে জগৎ প্রত্যাখান করায় ঈশ্বর শয়তানের মনের মত এক নকল খৃষ্ট যাকে জগৎ গ্রহণ করবে ওঠাতে বা খাড়া করতে তাকে অনুমতি দিলেন। যেমন যীশু বলেন, "আমি আমার পিতার নামে আসিয়াছি আর তোমরা আমাকে গ্রহণ করিতেছ না; অন্য কেহ নিজের নামে আসিলে, তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে।" (যোহন ৫:৪৩)

খৃষ্ট পৃথিবীতে থাকাকালীন শয়তান বলেছিল যদি তাকে প্রণাম ও আরাধনা করা হয় তবে সমস্ত পৃথিবী খৃষ্টকে দেওয়া হবে (লূক ৪:৫-৮) প্রভু শয়তানের এই উক্তি ঘৃণাভরে পরিহার করেন। ফলে শয়তান খৃষ্টারিকে সমস্তজাতির ওপর অধিকার দেয়। এর পরিবর্তে "যাহাদের নাম জীবন পুস্তকে লিখিত নাই" (প্রকাশিত ১৩:৮) শয়তান তাদের দ্বারা পুজিত হবে।

খৃষ্টারি প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার দ্বারা শক্তিলাভ করবে। (দানিয়েল ১১ : ২১) পদে দেখি সে চাটুবাদের দ্বারা রাজ্যলাভ করবে। সে পৃথিবীতে যেরূপ ক্ষমতা কখনও কেউ দেখেনি সেরূপ রহস্যময় অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। এই পরাক্রম সে শয়তান হতে প্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা জনতা আকৃষ্ট হয়ে তার প্রশংসা ও আনুগত্য স্বীকার করবে (প্রকাশিত ১৩ : ২-৩)

রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সে নিজের স্বরূপ লুককায়িত রেখে নিজেকে মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে দেখাবে। বহুসংখ্যক লোক তার প্রতারণায় ভ্রান্ত হয়ে মিথ্যায় বিশ্বাস করবে (২থিষলনীকীয় ২ : ১০-১১)। অবশেষে নিজের মুখোশ খুলে ফেলে দেখাবে যে সে শয়তানের শ্রেষ্ঠ অবদান—সম্পূর্ণ ঈশ্বর বিরোধী ও খৃষ্টারি।

খৃষ্টারি ও এডলফ্ হিটলারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। হিটলার যেমন যিহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, খৃষ্টারিও সেইরূপ ভক্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। হিটলার যেমন অব্রাহামের বংশধরদের বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, খৃষ্টারিও তেমনি অব্রাহামের আত্মিক বংশধরদের বিনাশ করবে। প্রকৃত-পক্ষে সে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টধর্মকে উচ্ছেদ করতে চাইবে।

> "তাহাতে সে ঈশ্বরনিন্দা করিবার জন্য, এবং তাঁহার নাম, তাঁহার তাঁবু ও স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিবার জন্য মুখ খুলিল। 'পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাঁহাদের পরাজিত করিবার' অনুমতি তাহাকে দেওয়া হইল, এবং সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির উপরেও কর্তৃত্ব দেওয়া হইল।" (প্রকাশিত বাক্য ১৩ : ৬-৭)

পৃথিবীর লোকবৃন্দ যখন দেখবে যে সে জাতির পর জাতিকে জয় করে যাচ্ছে তখন বলবে, "এই পশুর তুল্য কে ? কে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ?" (প্রকাশিত ১৩ : ৪)

পশুর চিহ্ন

> "ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলকেই সে দক্ষিণ হস্তে অথবা ললাটে চিহ্নধারণ করিতে বাধ্য করে, যেন যে কেহ ঐ পশুর নামবাচক অথবা নামের সংখ্যাবাচক চিহ্নে চিহ্নিত না হয়, সে ক্রয়-বিক্রয় করিতে না পারে। এক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি প্রয়োজন ; যে বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করুক, কারণ তাহা মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয়শত ছেষট্টি।" (প্রকাশিত ১৩ : ১৬-১৮)

এডলফ হিটলারের যেমন সোয়াস্তিকা—বাঁকা ক্রুশ ছিল—খৃষ্টারিরও সেই রকম একটা চিহ্ন থাকবে। তার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণরূপে সে সেটি ব্যবহার করবে। অনেক শাসনকর্তারা এর মধ্যেই সেটি বিশ্বস্ততার চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করছে। কিন্তু খৃষ্টারি এটা তার নারকীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। সে জানে মানুষেরা কোন এক সময়ে তার এই স্বেচ্ছাচার-পূর্ণ ব্যবহারে ও খৃষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভয় পাবে, ও তাকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করবে। তখন সে তাদের সবচেয়ে কোমল স্থানে আঘাত করবে। প্রত্যেক পরিবারের বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ; সে জন্য সে এক ডিক্রি জারি করবে যে কপালে বা ডানহাতে "পশুর চিহ্ন" ব্যতিরেকে কোন লোক কিছু কিনতে বা বেচতে পারবে না।

সেই নিষ্ঠুর প্রথার দরুন জগতে যা কখনও হয়নি এমন তাড়না আসবে। লোকেরা বুঝতে পারবে কোথাও যেন ভুল হয়েছে, কিন্তু তা পরিবর্তন করার সময় আর হবে না। এই সময় দু'জন ভাববাদীর আবির্ভাব হবে ; তারাই খৃষ্টারির নারকীয় চরিত্র প্রকাশ করে দেবে আর এতে তার রাগ আরও বেড়ে যাবে (প্রকাশিত ১১ অধ্যায়)। লোকেরা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। খৃষ্টারি বলবে, 'হয় চিহ্নধারণ কর নচেৎ বেচা-কেনা বন্ধ'। যারা চিহ্নধারণ করবে না শুধু ক্রয় বিক্রয় বন্ধ নয়—তাদের সেই স্থানে মেরে ফেলাও হতে পারে।

এইভাবে খৃষ্টারি প্রতারণা ও বিনষ্ট করবে। তার অনেক ক্ষমতা থাকবে ও সে ভ্রান্তিজনক কাজ করবে। আর অনেকে এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। প্রথমে সে নিজেকে মহা-মানবরূপে প্রকাশ করবে। পৃথিবীর সকল সমস্যা সমাধানকারী মহানেতা। কারণ ঠিক এই সময়ে প্রত্যেকে এরই অপেক্ষা করছিল। সে নিজেকে সেই সময় প্রধান বলে প্রতিপন্ন করবে কিন্তু প্রভু যীশু এর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধান হতে বলেছেন শুধু এর সম্বন্ধে নয়, তার আগে যারা আসবে সেইসব খৃষ্টারিদের সম্বন্ধেও।

> "কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও 'ভণ্ড ভাববাদীরা' উপস্থিত হইবে এবং মহৎ-লক্ষণ 'ও অলৌকিক ক্রিয়া' এমনভাবে দেখাইবে যে, সম্ভব হইলে, মনোনীতদেরও তাহারা বিপথে লইয়া যাইবে। দেখ, আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের জানাইলাম। দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন এই কথা লোকে তোমাদের বলিলেও তোমরা বাহিরে যাইও না ; অথবা, দেখ, তিনি অন্তর্গৃহে আছেন, এই কথা বলিলেও বিশ্বাস করিও না।" (মথি ২৪ : ২৪-২৬)

যদি আপনারা এই মহাক্লেশের সময় পৃথিবীতে থাকেন, তবে এই সব কথা স্মরণ করবেন। কোন অবস্থাতে সেই পশুর চিহ্ন-ধারণ করবেন না। সেই চিহ্ন-ধারণ করলে পরিত্রাণের সব সম্ভবনা চলে যাবে। পশুর চিহ্ন-ধারণ করা ক্ষমাহীন পাপ।

কোন কিছু ঘটার আগে তার ছায়া দেখা যায়। আগেই আমরা বলেছি, সাম্যবাদ নিরীশ্বরবাদের ফল—খৃষ্টারির আত্মার সকল প্রকার চিহ্ন তার মধ্যে বিদ্যমান। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া শেষসময়ের ঘটনাগুলিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে। যিহিস্কেল ৩৮তে দেখা যায় রাশিয়া উত্তর দিকের রাজা রূপে দক্ষিণে পবিত্রদেশে নেমে এসে আরমাগাদনের যুদ্ধে যোগ দেবে—আর সেখানে সে বিনষ্ট হবে।

যীশু বলেছেন খৃষ্টারির আগমনে পৃথিবীতে এমন তাড়না হবে যা কখনও হয়নি। (মথি ২৪ : ২১-২২) এই তাড়নার সময় হচ্ছে সাড়ে তিন বছর (প্রকাশিত ১৩ : ৫) কোন কোন খৃষ্টীয়ান যে মহাক্লেশের সময়াবধি থাকবে আমরা প্রকাশিত ৭ : ৯, ১৪, ১৩ : ৭ পদে স্পষ্ট দেখতে পাই। এটা কি সব ভক্তদের জন্য? প্রকাশিত ১৪ : ১-৫ পদে দেখা যায় যে কতক ভক্ত, "যারা ঈশ্বরের অগ্রিমাংশ" তারা অম্বরীক্ষে যীশুর আগমনে চলে গেছে। প্রভু যীশু এই সব ঘটনার বিষয় লূক ২১ : ৩৬ বলেছেন, "তোমরা সর্বদা জাগ্রত থাকিও ও মিনতি করিও, যেন এই যে সমস্ত সংঘটিত হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনুষ্য-পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তি পাও।"

প্রকাশিত বাক্য ৩ : ১০ এ প্রভু যীশু বিজয়ী মণ্ডলীকে বিশেষ প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন। "তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এইজন্য পৃথিবীবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমগ্র জগতে যে পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইবে, আমি তোমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিব।"

যে সব খৃষ্টীয়ানেরা পৃথিবীতে থাকবে তাদেরকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করবেন না। তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তবে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু তারা মহাক্লেশের মধ্য দিয়ে যাবে এবং অনেককে খৃষ্টারি হত্যা করবে।

"পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাঁহাদের পরাজিত করিবার' অনুমতি তাহাকে দেওয়া হইল, এবং সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির উপরেও কর্তৃত্ব দেওয়া হইল।" (প্রকাশিত ১৩ : ৭)

বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী একদল ভক্ত যারা অগ্রিমাংশ, তারা মহাক্লেশের মধ্য দিয়ে যাবে না কিন্তু এলিয়ের মত তাদের অম্বরীক্ষে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। এ ঘটনা কবে ঘটবে—সেদিন বা সময় কেউ জানে না। যীশু বলেছেন, "এই সমস্ত ঘটিতে আরম্ভ করিলে তোমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিও, মস্তক উন্নত করিও, কারণ তোমাদের মুক্তির দিন নিকটবর্ত্তী।" (লূক ২১ : ২৮) জাগ্রত থেকে প্রার্থনার দ্বারা তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

আগামী দিনের পৃথিবী

মহাক্লেশের পর কি হবে? প্রথম ঘটনা শয়তান কারারুদ্ধ হবে। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত বাক্য ২০ : ১-৩ পদে দেখা যায়।

> "পরে আমি একজন দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে রসাতলের চাবি ও বড় এক শৃঙ্খল ছিল। আদিকালের সর্প, যাহাকে দিয়াবল ও শয়তান বলে, সেই নাগকে তিনি ধরিলেন, এবং তাহাকে সহস্র বৎসরের জন্য বাঁধিয়া রাখিলেন, এবং তাহাকে রসাতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং উপরে সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন, যেন ঐ সহস্র বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিবৃন্দকে আর কখনও পথভ্রষ্ট করিতে না পারে, ঐ সময়ের পর ইহা নিরূপিত আছে যে সে অল্পকালের জন্য মুক্ত হইবে।"

শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রসাতলে নিক্ষেপ করা হবে। মনে করবেন না এটি লৌহ বা ইস্পাতের শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল আত্মিক, শয়তানকে রসাতলে লৌহ-শৃঙ্খলের মত দৃঢ়ভাবে বাঁধবে। রসাতলে থাকায় এক হাজার বৎসর শয়তান কারুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই সময়টাকে বাইবেলে খৃষ্টের পুনরায় পৃথিবীতে সশরীরে সহস্র বর্ষ রাজত্ব করার বিষয় বুঝায়। দিয়াবল ও তার সঙ্গীদের এই সময় মানুষকে প্রলুব্ধ করতে দেওয়া হবে না।

সহস্র বর্ষ রাজত্বের সময় যারা জীবিত থাকবে তাদের পক্ষে এটি গৌরবময় যুগ। ভাববাদী বলেন, "কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" (যিশাইয় ১১ : ৯) খৃষ্টের পৃথিবীতে রাজত্বের এই সময় সমস্ত মানবসমাজের বিরাট পরিবর্তন হবে। সাহারার মত বিরাট মরুভূমি উর্বরা হয়ে ফল প্রদান করবে তারা গোলাপের ন্যায় বিকশিত হবে। এর বিষয় যিশাইয় আবার বলেন:

> "প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল হইবে, আর আনন্দ ও গান সহকারে উল্লাস করিবে, তাহাকে দত্ত হইবে লিবানোনের প্রতাপ, কর্মিলের ও শারোণের শোভা, তাহারা দেখিতে পাইবে সদাপ্রভুর প্রতাপ, আমাদের ঈশ্বরের শোভা।......আর মরীচিকা জলাশয় হইয়া যাইবে, ও শুষ্কভূমি জলের উনুইতে পরিপূর্ণ হইবে, শৃগাল-দিগের নিবাসে, সেগুলি যেখানে শুইত, তথায় নল খাগড়ার বন হইবে।"
>
> (যিশাইয় ৩৫ : ১-২, ৭)

সহস্রবর্ষ রাজত্ব করার সময় খৃষ্টের বারোজন প্রেরিত ইস্রায়েলের বারোটি বংশকে শাসন করবে। এই সময় বিশ্বাসীরা যারা খৃষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা তাঁর যে রাজ্য চিরকাল থাকবে—সেই রাজ্যের শাসক হবে। অন্যান্য জাতিদের ওপর বিশেষ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। কাউকে দশটি এবং অন্যদের পাঁচটি শহরের ওপর অধিকার দেওয়া হবে। (লূক ১৯ : ১৭-১৯) এরাই বর্তমান সময়ের 'জয়ী' দল।

"যে বিজয়ী হয় ও আমার সমস্ত আদেশ শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া কার্য্য করে, আমি নিজে আমার পিতার নিকট হইতে যেমন কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছি, তাহাকে সেইরূপে জাতিবৃন্দের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব, তাহাতে "কুম্ভকারের পাত্রগুলি যেরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, সেইভাবে লৌহদণ্ড দ্বারা সে তাহাদের শাসন করিবে।" (প্রকাশিত ২ : ২৬-২৭)

"আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে, তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।"
(দানিয়েল ৭ : ২৭)

সমস্ত অধিকার খৃষ্ট-কেন্দ্রিক হবে। তাঁর ঈশ-তত্ত্ব শাসন পদ্ধতিতে ন্যায়ের দ্বারা কাজ চলবে। কোন ঘুষ বা মন্দতা নেতাদের মধ্যে থাকবে না। বিশ্বের ধন সম্পত্তি সকল লোকের মধ্যে প্রচুরভাবে বিতরণ করা হবে এবং দারিদ্র্য থাকবে না। (যিশাইয় ৬৫ : ১৭-২৩)

সমস্ত জাতির ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের বাধ্য হবে, মানবজাতির স্বাস্থ্যের মধ্যে একটা মহাপরিবর্তন দেখা যাবে। পাপের কারণে রোগ হয়, তখন সেগুলি দূর হয়ে যাবে। ইস্রায়েলদের—মিশর হতে যাত্রা করার সময় ঈশ্বরের বিধি মান্য করলে সকল প্রকার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পাবে, এই প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৫ : ২৬) তাদের অবাধ্যতা প্রযুক্ত সেই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হয়নি। কিন্তু আগামীদিনের পৃথিবীতে যিশাইয় ভাববাদী বলেন, তা পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

"তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে, আর বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দগান করিবে, কেননা প্রান্তরে জল উৎসারিত হইবে, ও মরুভূমির নানাস্থানে প্রবাহ হইবে।" (যিশাইয় ৩৫ : ৫-৬)

সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যে মৃত্যু সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হবে না, "অবশেষে শেষ শত্রু যে মৃত্যু সেও বিলুপ্ত হবে" (১ করিন্থীয় ১৫ : ২৬)। (এটি পুনরুত্থিত বা রূপান্তরিত ব্যক্তি যারা মৃত্যুর অধীন নয় তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।) আয়ু বর্দ্ধিত হবে—লোকেরা শত শত বৎসর বাঁচবে।

> "সে স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিংবা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [যাইবে] না, বরং বালকই একশত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে, এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে। আর লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে বাস করিবে না, তাহারা রোপণ করিলে অন্যে ভোগ করিবে না, বস্তুতঃ আমার প্রজাদের আয়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা দীর্ঘকাল আপন আপন হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে।" (যিশাইয় ৬৫ : ২০–২২)

এই সহস্রবর্ষ রাজত্বের সময়, বিজ্ঞান ও নানাবিধ আবিষ্কারের বিশেষ উন্নতি হতে থাকবে। যেমন দানিয়েল ভাববাদীর পুস্তকে লেখা আছে, "শেষকালে অনেকে ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।" এই জ্ঞান সহস্রবর্ষ রাজত্বের সময় লুপ্ত হবে না। স্বর্ণযুগ জাগতিক জিনিসের সম্পূর্ণতা দান করবে। পৃথিবী ও প্রাকৃতিক জগতকে নিজের অধীনে রাখার সৎ উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রতিবছর একবার—বিশেষ পর্ব-উপলক্ষ্যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান হতে, বৃহৎ জেট বিমানগুলি লোকেদের যিরূশালেমে বহন করে আনবে।

> "আর যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত জাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা বৎসর বৎসর বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে ও কুটীরোৎসব পালন করিতে আসিবে।" (সখরিয় ১৪ : ১৬)

যদি চব্বিশ ঘন্টায় বিমানগুলি অর্দ্ধজগৎ পরিক্রমা করতে না পারত, তবে এটা সম্ভব হতো না। আগামী যুগের আর একটি ঘটনা—আজকাল আমরা যেমন দেখি সর্বজাতির মধ্যে সেরকম প্রচার কাজ আর হবে না। যিরমিয় ৩১ : ৩৪ পদে বলেন, "তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।"

এমন কি পশুরা পোষ মানবে। "সিংহ বলদের ন্যায় বিচালী খাইবে" (যিশাইয় ১১ : ৬-৮) ভাববাদী এই যুগের বর্ণনা এইভাবে শেষ করেন :

পশু সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না, কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" (যিশাইয় ১১ : ৯)

হায়! অনেকে সেই গৌরবময় যুগের ভাগী হতে চেয়েও, হতে পারবে না। ঈশ্বরের পথ—মন পরিবর্তন এবং খৃষ্টে বিশ্বাস, এছাড়া সেই রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। কেউ কেউ কিন্তু এই পথ গ্রহণ করবেনা। প্রভু যীশু বলেছেন :

"যখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব ও ভাববাদী সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন, আর তোমরা বিতাড়িত হইয়াছ, তখন তোমরা রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ করিবে।" (লূক ১৩ : ২৮)

সহস্র বর্ষের শেষে, জাতিদের প্রতারণা করতে শয়তানকে অল্প সময়ের জন্য কারামুক্ত করা হবে। এই শেষ পরীক্ষার পরে আসবে বৃহৎ-শ্বেত-সিংহাসন হতে বিচার। সত্যি এটি ভয়াবহ ব্যাপার হবে। যখন ছোট বড় সকলকে বিচারের জন্য ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে।

"পরে আমি শ্বেতবর্ণ এক বৃহৎ সিংহাসন ও যিনি তাহাতে বসিয়া ছিলেন তাঁহাকে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল, তাহাদের জন্য আর স্থান পাওয়া গেল না। আমি দেখিলাম, সিংহাসনের সম্মখে ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক দণ্ডায়মান আছে; পরে 'কয়েকখানি পুস্তক খোলা হইল', এবং অন্য আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক, খোলা হইল; আপন আপন কার্য্যানুসারে মৃতদের সেই পুস্তক-গুলিতে যাহা যাহা লিখিত ছিল তাহা দ্বারা বিচার হইল। আর সমুদ্র তাহার মধ্যবর্ত্তী মৃতদের ফিরাইয়া দিল, মৃত্যু এবং পাতালও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মৃতদের ফিরাইয়া দিল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচার হইল। পরে মৃত্যু এবং পাতালও অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, এই অগ্নিহ্রদই দ্বিতীয় মৃত্যু। যাহার নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।" (প্রকাশিত ২০ : ১১-১৫)

বিচার হয়ে যাওয়ার পর এক নতুন যুগ সুরু হবে। পাপ আর মৃত্যু থাকবে না। পুরাতন পৃথিবী লুপ্ত হবে এবং এমন এক চিরস্থায়ী নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী স্থাপিত হবে "যেখানে ধার্মিকতা বসতি করে"।

এখানে আমরা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—বন্ধু! আপনার অবস্থা কিরূপ? আপনি কি খৃষ্টকে মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করেছেন? যদি করে থাকেন তবে আপনার মঙ্গল। শাস্ত্র বলে, "যারা খৃষ্টেতে মরে তারা ধন্য...... কারণ তাদের সমস্তকাজ তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়।" (প্রকাশিত ১৪ : ১৩)

খৃষ্টবিহীন অবস্থায় মারা গেলে ভারী দুঃখের বিষয় হবে। বৃহৎ শ্বেত-বিচার সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক বাক্য শুনতে হবে, "আমার নিকট হইতে দূর হও……।"

এরকম হবার কোন প্রয়োজন নেই। বন্ধু! এই মুহূর্তে খৃষ্টকে আপনার মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করে নিশ্চিত হতে পারেন। ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে যা বলেছেন, এখুনি তা করুন। এখুনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিভাবে খৃষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে

যদিও বর্তমান সময়ের প্রধান সমস্যা ও প্রশ্ন হচ্ছে খৃষ্টের আগমনে কিভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। যখন তিনি আসবেন তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয় কি জগতের সেই বিচারকের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবে? আপনি কি প্রস্তুত থাকবেন? প্রভু আমাদের প্রত্যেককে জেগে থাকতে ও প্রস্তুত হতে এক মহাআদেশ দিয়েছেন।

> "সুতরাং গৃহের প্রভু কখন আসিবেন, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরে, রাত্রির শেষে অথবা প্রভাতে, তাহা তোমরা জান না বলিয়া জাগিয়া থাক, পাছে তিনি হঠাৎ আসিয়া দেখিতে পান, তোমরা ঘুমাইয়া আছ। তোমাদের যাহা বলিতেছি তাহা সকলকেই বলি, জাগিয়া থাক।" (মার্ক ১৩ : ৩৫–৩৭)

যীশু আসার সময় প্রস্তুত হবার জন্য কতগুলি জিনিস চিন্তা করা দরকার।

১। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে পুনর্জন্ম দরকার:

যীশুর সময় লোকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় অনেক কথা বলত। মশীহ এসে রোমীয়দের তাড়িয়ে একটি বাস্তব রাজত্ব স্থাপন করবেন বলে তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। আর সত্যই খৃষ্টের পুনরাগমনে এইরূপ রাজত্ব স্থাপন হবে। কিন্তু যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রথমে সেই রাজত্ব লোকেদের হৃদয়ে আসবে। তিনি অপরিবর্তিত রাজ্যে রাজত্ব করবেন না, প্রথমে তিনি তাদের হৃদয়ে রাজত্ব করবেন। তাই যীশু যিহুদী অধ্যক্ষ নীকদীমকে বলেছিলেন, "সত্য সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিলে কেহই ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।" (যোহন ৩ : ৩)

নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা ঠিক স্বাভাবিক জন্মের মতই বাস্তব। যখন একজন মানুষ তার পাপ থেকে মন ফিরিয়ে যীশুকে মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করে সে নতুন সৃষ্টি হয়। নীকদীমের এই কথা বুঝতে মুস্কিল হয়েছিল। তাই তিনবার যীশুকে এই সত্য তাকে জানাতে হয়েছিল। (যোহন ৩ঃ৩, ৫, ৭)

পৌল একটু ভিন্নভাষায় এই নতুন জন্মের বিষয় বলেছেন, "কেহ যদি খ্রীষ্টে অবস্থান করে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সমস্তই নূতন হইয়া উঠিয়াছে।" (২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭)

২। *জাগতিক বিষয়ে জড়িত হয়ো না*

অধিকাংশ খৃষ্টীয়ানের প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকার গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকে। তথাপি শাস্ত্র এ বিষয় খুব সহজভাবে জানিয়েছে যে অনেকে প্রস্তুত না থাকায় চির-দুঃখ ও অনুতাপের মধ্যে পড়ে থাকবে। এর মানে নয় যে তারা ইচ্ছাপূর্বক কোন পাপে লিপ্ত ছিল, কিন্তু জগতের আকাঙ্ক্ষায় ডুবে থাকায় এইঘটনা ঘটল।

যীশু, তাঁর শিষ্যদের মনে এই বিপদের গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেবার জন্য, দুটি উদাহরণ তাদের দিলেন। প্রথমে নোহের সময়ে যে অবস্থা ছিল তার উল্লেখ করে বললেন, ইতিহাস তাঁর আগমনের সময় নোহের সময়ের পুনরাবৃত্তি করবে।

> "নোহের সময়ে যেমন ঘটিয়াছিল, মনুষ্য-পুত্রের সময়েও তেমনই ঘটিবে। নোহ যেদিন জাহাজে প্রবেশ করিলেন সেইদিন পর্য্যন্ত লোকে পান-আহার করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত; আর প্লাবন আসিয়া সকলকে বিনষ্ট করিল।" (লূক ১৭ঃ২৬-২৭)

পান-আহার অথবা বিবাহের মধ্যে কোন অন্যায় নেই। খৃষ্টও পান-আহার করেছিলেন। তিনি গালীলের কান্না নগরে একটি বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মন্দতা এইখানে যখন লোকেরা এই জাগতিক বিষয়গুলিতে মত্ত হয়ে পড়ে, আর সেগুলি তাদের জীবনে প্রধান স্থান নেয়। তারা আত্মিক জিনিস ভুলে গেছিল ও অবহেলা করেছিল। সেই সব দিনে লোকেরা নোহের প্রচার উপেক্ষা করছিল। ঈশ্বর-প্রেরিত হনোকের সতর্কতামূলক ভাববাণীতে মনোযোগ করে নি। সময়ের সঙ্কেত বুঝতে পারেনি। ফলে, যতক্ষণ না প্লাবন তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের অনুগ্রহের সময়ের বিষয় জানতে পারল না।

যীশু তাঁর আগমনের সময়কে লোটের দিনগুলির সংগে তুলনা করেছেন।

"সেইরূপে লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল,—লোকে পান আহার, ক্রয়-বিক্রয়, বৃক্ষ-রোপণ ও গৃহনির্ম্মাণ করিত ; কিন্তু যেদিন লোট সদোম হইতে বাহির হইলেন, সেইদিন আকাশ হইতে অগ্নি ও গন্ধকের বৃষ্টি আসিয়া সকলকে বিনষ্ট করিল।" (লূক ১৭ : ২৮-৩০)

সদোম নামক এক কুখ্যাত দেশে লোট বাস করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যীশু মন্দতার বিষয় উল্লেখ না করে সদোমবাসীরা সম্পূর্ণ জাগতিক বিষয়ে জড়িত ছিল তাই জানালেন ; "তারা পান-আহার, ক্রয়-বিক্রয়, ও বৃক্ষরোপণ ও গৃহনির্মাণ করিত।" আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য তাদের সময় ছিল না। এইসব জাগতিক বিষয়ে তারা এত জড়িত ছিল, যে অন্তদিনের আলো যে আর কখনও দেখতে পাবে না সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তাদের ছিল না। সেরূপ আজও আণবিক খড়্গ তাদের বিনাশ করতে মাথার ওপর থাকা সত্ত্বেও, লোকেরা তাদের কাজ, আমোদ, নিজে নিজের খেয়াল ও কল্পনায় এবং যে সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে সেইগুলিতে মত্ত। যীশু যখন বেথলেহেমে জন্মালেন দেখা যায় একটি নক্ষত্রকে অনুসরণ করে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যিরূশালেমের ধর্মীয় নেতাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন খৃষ্ট কোথায় জন্মেছেন, তাতে তারা বলতে পেরেছিল, "যিহূদিয়ার অন্তর্গত বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লেখা আছে" (মথি ২ : ৫-৬)। এই অন্ধনেতারা এবং সমগ্র যিরূশালেম এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কিন্তু সত্য অনুসন্ধানার্থে বেথলেহেমে যাওয়ার বিষয় চিন্তা করে নি। সেইজন্য তারা সেই সময়ে জগতে যে মহান ঘটনা ঘটেছিল তা হতে বঞ্চিত হয়েছিল। "খৃষ্ট নিজের গৃহে আসিলেন, আর তাঁহার নিজের লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না।" (যোহন ১ : ১১)

৩। জেগে থাক এবং সর্বদা প্রার্থনা কর

"আপনাদের বিষয়ে সতর্ক হও, যেন তোমাদের হৃদয় ভোগ-লিপ্সায়, মত্ততায় ও ইহজীবনের চিন্তায় অভিভূত না হয়, আর সেইদিন যেন ফাঁদের ন্যায় অতর্কিতে তোমাদের আক্রমণ না করে। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলের উপরে সেইদিন আসিয়া পড়িবে। তোমরা সর্বদা জাগ্রত থাকিও মিনতি করিও, যেন এই যে সমস্ত সংঘটিত হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনুষ্য-পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তি পাও।" (লূক ২১ : ৩৪ ; ৩৬)

এখন যদি আপনি খৃষ্টকে গ্রহণ করতে চান............

অনেকে ভাবে যদি তাঁরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ও সাধ্যমত সৎকর্ম করে, তাই যথেষ্ট। যীশু আমাদের দেখান যে তাই যথেষ্ট নয়। যীশু বলিলেন, "আমিই পথ, আমি সত্য ও জীবন। আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসিতে পারে না।" (যোহন ১৪ : ৬) এই বাক্য-গুলি উত্তমরূপে চিন্তা করলে বোঝা যায়, একদিন আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে ও দেহেতে যে সব পাপ করেছি তার হিসাব নিকাশ দিতে হবে। "সুতরাং আমাদের প্রত্যেকজন ঈশ্বরের নিকট আপনার বিষয়ে হিসাব দিব।" (রোমীয় ১৪ : ১২.) "কারণ সৎকর্ম হউক কি অসৎকর্ম হউক, প্রত্যেকে আপন আপন দেহে যাহা সাধন করিয়াছে সেই অনুসারে প্রতিদান পাইবার জন্য, আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রদর্শিত হইতে হইবে।" (২ করিন্থীয় ৫ : ১০)

খৃষ্ট এক অভূতপূর্ব দাবী করে বলেছেন, "আমিই পথ, আমি সত্য ও জীবন"। কোন ভাববাদী বা স্বর্গদূত কখনও এরূপ দাবী করেন নি। যীশু সবার হতে ভিন্ন।

এখন ঈশ্বর মানুষকে পরিত্রাণ করতে, প্রথমে পাপ নিয়ে বোঝাপড়া করেন। পাপই পৃথিবীতে সর্বপ্রকার দুঃখ, রোগ, মৃত্যু ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে। সুতরাং মানুষকে পরিত্রাণ পেতে হলে, প্রথমে পাপ থেকে মুক্তি পেতে হবে। পাপ এলো কোথা হতে? শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে শয়তান বিদ্রোহী হয়ে মন্দ কাজ করে পৃথিবীতে পাপ নিয়ে এসেছিল। এক সময় তাকে লুসীফার বলা হত, এবং সে বিশ্বস্ত ও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রধান পরিচালক ছিল। কিন্তু তার মধ্যে অহংকার প্রবেশ করায় সে খৃষ্টের চেয়েও উর্দ্ধ পদস্থ হতে চেয়েছিল। এই মনোবাঞ্ছা নিয়ে সে স্বর্গে বিদ্রোহ সুরু করেছিল একের তিন অংশ স্বর্গদূত নিজের পক্ষে নিয়ে এসেছিল। তার পরাজয়ের পরে সে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়। তথাপি সে বিদ্রোহ করতে ছাড়ে নি, সুযোগ পাবামাত্র সে হবাকে প্রলুব্ধ করে এবং হবার পতনেই মানবজাতির ওপর পাপ ও মৃত্যু নেমে আসে।

মানবজাতির এই পতনে ঈশ্বর খুবই দুঃখিত হয়ে প্রায়শ্চিত্তের পরি-কল্পনার প্রবর্তন করেন। যারা ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে তারা

সেইদিন—আমাদের কাছে ফাঁদের মত আসবে, আমরা কি করে তার থেকে উদ্ধার পাবো? সতর্ক থাকতে হবে, যেন এই জগতের আমোদ-প্রমোদ ও জীবনের অভিলাষ আমাদের ভ্রান্ত না করে। আমাদের জীবনে প্রার্থনার বিশেষ স্থানই, এগুলি এড়াবার একমাত্র উপায়। যা ঘটবে তার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনুষ্য-পুত্রের সমানে যদি যোগ্যভাবে দাঁড়াতে চাই, তবে আমাদের 'সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে'। যে সব মন্দশক্তি ও প্রলোভন আমাদের আক্রমণ করে তা এতো পরাক্রমী যে ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না। সেইজন্যে প্রতিদিন আমাদের জীবনের প্রতি অবস্থা, আমাদের গৃহ, পরিবার, মণ্ডলী, কাজ, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা, সকল সমস্যা, চালনা, স্বাস্থ্য, দুর্বলতা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় ঈশ্বরের সামনে নিবেদন করতে হয়—যেন আমরা মন্দতা হতে রক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে সর্বদা বাস করতে পারি। আরো, আমাদের অন্যদের জন্য বিনতি করা উচিত। অপরের পরিত্রাণের জন্য আমাদের প্রার্থনা ও কাজ করতে হবে।

যীশুকে যখন শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি তাঁর রাজ্য কবে স্থাপন করবেন—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে নির্ভুল সময় তাদের জানার দরকার নেই, কিন্তু তারা পবিত্র আত্মা পেয়ে শক্তিপ্রাপ্ত হবে ও তাঁর সাক্ষী হবে এই জানলেই হবে।

৪। *পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও*

অন্যত্র, আমরা পাঁচটি বুদ্ধিমতী ও পাঁচটি নির্বুদ্ধি কুমারীর উদাহরণ দিয়েছি। নির্বুদ্ধি কন্যাদের প্রদীপের সংগে পাত্রে তৈল না থাকায়, তারা বরের সাথে মিলিত হয়ে বিবাহভোজে যেতে পারে নি। শাস্ত্রের সর্বত্র তেলকে পবিত্র আত্মার প্রতীক বলা হয়েছে। যীশু যে আত্মার কথা বলেছেন সেই আত্মাতে আমাদের পূর্ণ হতে হবে—তিনি বলেছেন, "কারণ যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু তোমরা অল্পকালের মধ্যে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম পাইবে।" (প্রেরিত ১ : ৫) বুদ্ধিমতী কুমারীরা পাত্রে তেল নেওয়া সম্বন্ধে পূর্ব হতে সতর্ক হয়েছিল। আত্মার তেল খৃষ্টের জন্য জীবন যাপন করতে শক্তি দেয়, সাক্ষ্যদানে শক্তি দেয় এবং তাঁর আগমনে প্রস্তুত থাকতে শক্তি দেয়। বাইবেলের শেষ পদে প্রভু শেষবার বলেন, "হাঁ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" প্রিয় যোহনের মত আমরাও কি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বলব না, "প্রভু যীশু এস।" (প্রকাশিত ২২ : ২০)

সকলেই পরিত্রাণ পাবে কারণ এই পরিকল্পনার দ্বারা পাপ ও মৃত্যুকে জয় করা হবে।

অহংকারই শয়তানের পতনের কারণ। তেমনি আজও, মানুষ যখন নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অপরের যুক্তিপূর্ণ বাক্য অপেক্ষা উচ্চ মনে করে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সেটাও অহংকার। মানুষ পাপ হতে নিজেকে বাঁচাতে কিংবা নিজেকে উদ্ধার করে ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। এটি কেবল খৃষ্টের মাধ্যমেই সম্ভব।

ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই মূল পাপের চরম দণ্ড। যিশাইয় ভাববাদী বলেন, "কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এইজন্য তিনি শুনেন না।" (যিশাইয় ৫৯:২)

যদিও অবাধ্যতা মানুষকে ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন। তাঁর প্রবল বাসনা আমাদের উদ্ধার করে তাঁর নিজের করে নেওয়া যেন আমরা অনন্ত পরিত্রাণের ভাগী হতে পারি। ভবিষ্যতের অলৌকিক বিষয় যেন মরণশীল মানব হৃদয় পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে তাই আমাদের জন্য ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা। এই বিষয়, শাস্ত্র ঘোষণা করে: "তথাপি যেমন লেখা আছে, চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা জাগে নাই, এবং ঈশ্বর যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে তাহাদের জন্য যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।" (১ করিন্থীয় ২:৯)

যতক্ষণ আমাদের মধ্যে পাপের লেশ মাত্র থাকে ঈশ্বর নিজে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের কোনমতে গ্রহণ করতে পারেন না। সেইজন্য কেমন করে মানুষ অবাধ্যতার অবস্থায় ঈশ্বরের সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করবে? মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারে না। এমন কি মানুষকে পথ-প্রদর্শকরূপে যে দশআজ্ঞা দিয়েছিলেন তাও সে পালন করতে পারে না। মন্দতার একটা ক্ষমতা তার ওপর আছে তা সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তার মধ্যস্থ হবার জন্য এক ব্যক্তিকে অবশ্যই দরকার যে তার পক্ষে থেকে তার বদলে দুঃখভোগ ও পাপের দেনা পরিশোধ করিবেন। কোন ব্যক্তি কি পতিত মানুষকে ভালবেসে এরূপ কাজ করতে পারে?

হ্যাঁ একজন আছেন—ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং অতি নিকটস্থ—যিনি মানুষের অসহায় এবং ভীত, ত্রস্ত অবস্থা দেখে পিতাকে বলেছিলেন, "এই যে আমি, আমাকে পাঠাও। আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

জীবিত বলিদান হিসাবে, যীশু খৃষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি পাপের তলানি পর্যন্ত পান করতে ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে, এবং দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুভোগের জন্য পূর্ব নিরূপিত ছিলেন, শাস্ত্র বলে, "*তাঁর আত্মা পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।*"

মানুষের শাস্তি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি

ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন যখন জগতের পাপ যীশুর ওপর ন্যস্ত হল তিনি ঈশ্বর পিতার দৃষ্টিতে পাপ হলেন (২ করি ৫ : ২১)। সেইজন্য ঈশ্বর নিজ পুত্র হতে পৃথক হলেন এবং যীশুর ব্যাকুল ক্রন্দন শোনা গেল, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমায় ত্যাগ করিয়াছ?"

দৈহিক মৃত্যু ক্রুশেতে যীশুর দৈহিক মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর দেহ গজাল প্রেক দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল অবশেষে একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করা হয়। রক্তক্ষরণহেতু মৃত প্রায় হয়েও তিনি আমাদের হয়ে ঈশ্বরকে চিৎকার করে বলেছিলেন, "পিতা ইহাদের ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহারা জানে না।"

নরক যীশু নরকে গিয়েছিলেন (তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে নেমে গিয়ে বন্দী আত্মাদের কাছে প্রচার করেছিলেন (১ পিতর ৩ : ১৯)।

কিন্তু আবার তিনি উঠেছিলেন এবং তাঁর হাতে মৃত্যু ও পাতালের চাবি আছে। (প্রকা ১ : ১৮) এখন তিনি বলেন, "কারণ আমি জীবিত আছি এবং তোমরাও জীবিত থাকিবে।" (যোহন ১৪ : ১৯)

খৃষ্টের মধ্যে যে প্রেম ছিল, যে প্রেম তাঁকে দুঃখভোগের পেয়ালা পান করতে ও নিজেকে বলিদান দিতে সক্ষম করেছিল মানুষ তা কল্পনা করতে পারে না। মানবীয় মন সেই প্রেম মাপতে বা ধারণ করতে পারে না।

খৃষ্টের বলিদানই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ। যে কাজ কেউ করতে চায় নি, সেই কাজ শেষ হয়ে গেল। যখন তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর বাক্য শোনা গেল, "সমাপ্ত হইল।"

খৃষ্ট তাঁর অসীম প্রেমের কারণে ব্যক্তিগতভাবে জগতের পত্তনাবধি শেষদিন পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের পাপ মুছিয়ে দিয়েছেন। যীশু বলেছেন, "আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়, এমন কি প্রচুর পরিমাণে পায়। কিন্তু যতজন তাঁহার নামে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তিনি তাহাদের ***ঈশ্বরের সন্তান*** হইবার অধিকার দান করিলেন। যে বিজয়ী হয়, তাহাকে আমি আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব।"

খৃষ্টের পরিত্রাণ অবনত করে না কিন্তু উন্নীত বা মহৎ করে তোলে। মানুষ যে জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই পদমর্যাদায় তাকে প্রকৃতরূপে উন্নীত করে। যীশু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "যেন আমরা যেমন এক, তাহারা যাহাতে তেমনিই এক হইতে পারে, সেইজন্য তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ সেই মহিমা আমি তাহাদের দান করিয়াছি; আমি তাহাদের অন্তরে ও তুমি আমাতে, এইভাবে যেন তাহারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া এক হয়" (যোহন ১৭ : ২২-২৩)।

তিনি আমাদের বলেছেন, আমরা সত্য জানব এবং সত্য আমাদের স্বাধীন করবে, আর যদি ঈশ্বরের পুত্র আমাদের স্বাধীন করেন তবেই আমরা প্রকৃত স্বাধীন। আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে বাহ্যিক অভিজ্ঞতা হতেও নিবিড় অভিজ্ঞতা দরকার। আমরা সৃষ্টির বাহ্যিক প্রকাশঃ ফুল, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের তাঁর সঙ্গে "আন্তরিক" অভিজ্ঞতা আমাদের মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা এবং বন্ধু যীশু খৃষ্টের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক।

আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টের প্রেমের বলিদানে বিশ্বাস করা এবং গ্রহণ করা উচিত। অবিশ্বাস আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। যীশু খৃষ্টের বাক্য

আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি বলেছেন, ***তিনিই পথ, তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবন।***

ঈশ্বরের ভাববাদী বলে যারা নিজেদের দাবী করেছেন তাঁরা আজও কবরে আছেন, কিন্তু ***যীশু খৃষ্টের কবর শূন্য!*** তাঁর শিষ্য যোহনকে তিনি বলেছিলেন :

> "ভীত হইও না, আমিই প্রথম ও শেষ, আমি চিরজীবন্ত, আমার মৃত্যু হইয়াছিল, আর দেখ, এখন আমি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবিত, আমার হস্তে মৃত্যু ও পাতালের চাবি আছে।" (প্রকাশিত বাক্য ১ : ১৭-১৮)

যদি আপনি খৃষ্টকে পাপ হতে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করতে চান, তবে তাঁকে আপনার হৃদয়ে আসতে দিন। "দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া ও করাঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার স্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে গিয়া তাহার সহিত পানাহার করিব এবং সেও আমার সহিত পানাহার করিবে।" (প্রকাশিত বাক্য ৩ : ২০)

যদি যীশু খৃষ্টকে আপনার অন্তরে গ্রহণ করতে চান, এই প্রার্থনা আপনাকে সাহায্য করবে : আমার স্বর্গীয় পিতঃ

আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই তোমার পুত্র যীশু খৃষ্টের আত্মবলিদানের জন্য যিনি আমার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

আমি যদি তোমাতে বিশ্বাস করি তবে যে অনন্তজীবন তুমি আমায় দেবে বলেছ তার জন্য ধন্যবাদ দিই।

যে সব পাপ করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত।

আমি অনুতপ্ত তাই নম্রতার সঙ্গে সমস্ত মন্দতা হতে আমায় ধৌত ও ক্ষমা করতে অনুরোধ করি।

তোমার পুত্র যীশু খৃষ্টকে এখন আমার জীবনে প্রবেশ করতে ও তাঁর উপস্থিতিতে আমাকে ভরিয়ে দিতে আমি তোমায় অনুরোধ করি।

যীশু খ্রীষ্টের রক্তের গুণে আমার জীবনে শয়তানের প্রভাবকে দূর করার অধিকার গ্রহণ করি। খ্রীষ্টের আগমনের জন্য আমি প্রস্তুত হতে চাই।

তোমার প্রেম ও পরিত্রাণের বিষয় অপরকে বলতে আমায় সাহায্য কর যেন যারা চায় তারা শয়তানের মন্দতা হতে মুক্ত হতে পারে।

আমার জীবনে আমার নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—কারণ আমার জন্য যা ভাল তা পিতা জানেন।

হে প্রভু আমি তোমার পূজা ও প্রশংসা করি।

প্রতিদিন আমি তোমার বিষয় আরও অধিক জানতে চাই কারণ তোমাকে জানাই তোমায় ভালবাসা। আমেন

আপনি এখন খৃষ্টকে আপনার জীবনে নিয়েছেন। যদি আরো ঈশ্বরের জন্যে জীবন যাপনের বিষয় জানতে চান, তবে নিম্নলিখিত অংশ পূরণ করে ডাকযোগে—এই পুস্তকে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে পাঠিয়ে দিন।

আরো অন্যান্য পুস্তক এই ঠিকানায় পেতে পারেন।

☐ আমি খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্রকে, আমার জীবনে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছি।

☐ আমি খৃষ্টীয়ান হওয়ার বিষয়ে আরো জানতে চাই।

নাম ....

ঠিকানা ....

THE SECOND COMING OF CHRIST

BENGALI

Literature for the NATIONS

CHRIST FOR THE NATIONS